নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের ব্যালট প্রস্তাবনা

নভেম্বর ৪, নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের সংবিধান পরিবর্তনের জন্য তিনটি ব্যালট প্রস্তাবনায় আপনি হ্যাঁ বা না ভোট প্রদান করবেন। এই তিনটি প্রস্তাবনায় বিস্তারিত বর্ণনা, অফিশিয়াল ভাষা দিয়ে শুরু এবং CFB-এই প্রস্তাবনাগুলো পাস হলে কি প্রভাব পরবে তার একটি বিবরণ প্রণয়ন করে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মিডিয়ায় প্রকাশিত ও জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে CFB হ্যাঁ বা না ভোট প্রদানের কারণ ব্যাখ্যা করবে। CFB সাধারণ জনগণের কাছে গিয়ে প্রতিষ্ঠান সমূহ ও ব্যাক্তিদের "প্রো" বা "কন" ("pro" or "con") প্রতিবেদন প্রদান করার জন্য অনুরোধ করবে যেখানে কেন তারা সমর্থন বা বিরোধিতা করছেন তা উল্লেখ করবেন। (এই প্রতিবেদনগুলো লেখকদের দ্বারা প্রদানকৃত) প্রতিটি প্রস্তাবনার পক্ষে বা বিপক্ষের সকল কারণ সমূহ প্রদেয় তথ্যে প্রতিফলিত হওয়া জরুরী নয়।

প্রতিটি প্রস্তাবনার পূর্নাঙ্গ বিবরণ আপনি ষ্টেট বোর্ড অফ ইলেকশন-এর ওয়েবসাইড থেকে পড়তে পারবেন http://www.elections.ny.gov/ProposedConsAmendments2.html.

প্রস্তাবনা ১। ষ্টেটের রিডিসট্রিক্টিং প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা .... পৃষ্ঠা ১
প্রস্তাবনা ২। ষ্টেটের আইনী বিল ইলেকট্রনিকলি প্রেরনে অনুমোদন .... পৃষ্ঠা ৫
প্রস্তাবনা ৩। দি স্মার্ট স্কুলস বন্ড আইন ২০১৪ .... পৃষ্ঠা ৬

প্রস্তাবনা ১। ষ্টেটের রিডিসট্রিক্টিং প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা

এই প্রস্তাবনা ষ্টেট সংবিধানের ধারা ৩-এর অনুচ্ছেদ ৪ এবং ৫ সংশোধন করে নতুন অনুচ্ছেদ ৫-বি সংযোজন করে ষ্টেটের বিধান ও কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্টগুলোর রিডিসট্রিক্টিং প্রকৃয়ার পর্যালোচনা করা। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে ২০২০ সাল থেকে প্রতি ১০ বছর অন্তর একটি রিডিসট্রিক্টিং কমিশন প্রতিষ্ঠা করা উল্লেখ রয়েছে, যেখানে প্রতি চারজন আইনপ্রনেতা নেতাদের দ্বারা দুইজন সদস্য এবং দুইজন সদস্য অন্য আটজন আইনপ্রণেতা এপোয়েন্টি দ্বারা নিয়োগ পাবেন; আইনপ্রনেতা বা অন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের কমিশনার হিসাবে কাজ করা থেকে বিরত রাখবে; ডিসট্রিক্ট বানানোর জন্য নীতিমালা প্রণয়ন; কমিশন প্রস্তাবিত রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনা সংক্রান্ত গণশুনানির ব্যবস্থা করা; কমিশনের রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনা বিধিবদ্ধ আইন বিষয়; কমিশনের পরিকল্পনা যদি আইনপ্রনেতাদের দ্বারা দুইবার প্রত্যাখিত হয় তবে প্রতিষ্ঠিত নীতিমালানুযায়ী রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনা কেবলমাত্র তখনই আইনপ্রনেতারা সংশোধন করতে পারবেন; রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ দ্রুত আদালতে পুনর্বিবেচনা করা; এবং ফাণ্ড প্রদান ও কমিশনে কাজ করার জন্য দ্বিদলীয় কর্মীর ব্যবস্থা করা। **প্রস্তাবিত সংশোধনী কি অনুমোদিত হবে?**

এই সংশোধনী প্রতি ১০ বছর অন্তর ষ্টেট সিনেটর, ষ্টেট এসেম্বলী এবং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট-এর সীমানা নির্ধারণ করা হবে। বর্তমানের নিয়মানুযায়ী, নিউ ইয়র্ক ষ্টেট আইন সভার সংখ্যাগরীষ্ট এবং সংখ্যালঘু নেতারা ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি টাস্ক ফোর্স নিয়োগ করবেন, তাঁরা আইনসভার সাথে পরামর্শ করে একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা আইনসভা ও গভর্নরের অনুমোদনের জন্য পেশ করেন।

প্রস্তাবিত নতুন পদ্ধতিতে, ষ্টেটের আইন সভার নেতারা নতুন রিডিসট্রিক্টিং কমিশনের ১০ সদস্যের মধ্যে ৮জনকে নিয়োগ দিবেন। এই আট জন আরও দুইজনকে বাছাই করবেন। কমিশন গণ শুনানির মাধ্যমে একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন তারপর আইনসভা ও গভর্নরের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

কমিশন নিয়োগ, যোগ্যতা এবং স্টাফ

সিনেটের সংখ্যাগরীষ্ট এবং সংখ্যালঘু ও এসেম্বলীর সংখ্যাগরীষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু নেতারা ২জন করে সদস্য নিয়োগ দিবেন। এই আটজন আরও দুইজন সদস্যদের বাছাই করবেন যারা পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে বৃহৎ দুইটি রাজনৈতিক দলের কোন একটির সাথে কোনভাবে সংযুক্ত থাকবেন না।

সদস্যরা বৈচিত্রময় নিউ ইয়র্কবাসীদের এবং বাইরের গ্রুপের সাথে আলোচনার যথাসাধ্য প্রতিফলন করবেন। কমিশনের সকল সদস্যদেরকে নিউ ইয়র্কের নিবন্ধিত ভোটার হতে হবে।

সদস্যরা যা হতে পারবে না (বর্তমানে বা বিগত তিন বছর):

- একজন সদস্য ষ্টেটের আইনসভার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস বা ষ্টেটব্যাপী নির্বাচিত ব্যক্তি।
- নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের একটি নিবন্ধিত লবীষ্ট
- ষ্টেটের একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী
- ষ্টেট আইন সভার একজন কর্মচারী
- রাজনৈতিক দলের একজন চেয়ারপার্সন

কোন ষ্টেটব্যাপী নির্বাচিত ব্যক্তি, কংগ্রেসের সদস্য, বা ষ্টেট আইনসভার সদস্যদের স্বামী বা স্ত্রী কমিশনে কাজ করতে পারবেনই না।

কমিশন দুইজন সহ-নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ দিবে, এদের একজন ষ্টেটের সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের ও অন্যজন দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং সহ-নির্বাহী পরিচালকদের প্রণয়নকৃত কোন কর্মী পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবেন।

পরিকল্পনা প্রণয়ন

সংশোধনী নীতি নির্ধারণ করবে যা ডিসট্রিক্ট সৃষ্টি করার সময় নিয়মিত ফেডারাল এবং ষ্টেট সংবিধানের আলোকে এবং ফেডারাল সংবিধির ভিত্তিতে।

এই নীতিমালায় আছে

- বর্ণ বা ভাষা ভিত্তিক সংখ্যালঘু ভোটের অধিকার অস্বীকার বা হ্রাস করে কোন ডিসট্রিক্টের সীমানা নির্ধারণ করা হবে না। অস্বীকার ও হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বা ফলাফলের জন্য ডিসট্রিক্টের সীমানা নির্ধারণ করা হবে না।
- ডিসট্রিক্টগুলোয় সমান সংখ্যক অধিবাসী রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। মানের বিষয়ে কোন তারতম্য হলে কমিশনার অবশ্যই প্রকাশ্য ব্যাখ্যা দিবেন।
- প্রতিটি ডিসট্রিক্টে অবশ্যই সংলগ্ন এলাকা থাকতে হবে এবং যথাসম্ভব নিবিড় থাকবে।
- প্রতিযোগিতা অনুৎসাহিত করার জন্য বা ক্ষমতাসীন বা নির্দিষ্ট প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে ডিসট্রিক্টের সীমানা টানা যাবেনা।
- বিদ্যমান ডিসট্রিক্টগুলোর গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্বে-বিদ্যমান রাজনৈতিক সাবডিভিশন, কমিউনিটির আগ্রহ অবশ্যই বিবেচনায় থাকতে হবে।

যখন কমিশন এই রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনা করবেন, তখন সারা ষ্টেট ব্যাপী কমপক্ষে ১২ সপ্তাহের গণ শুনানির ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে শুনানির বিষয়ে অবহিত করতে হবে এবং খসড়া রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট উপাত্ত এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রথম গণসুনানি র আগেই সহজলভ্য হতে হবে। কমিশন খসড়া রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনার আইনসভার নিকট পেশ কালে গণশুনানীতে প্রাপ্ত তথ্যাদি অবশ্যই অবহিত করতে হবে।

পরিকল্পনা ও জনবল অনুমোদন

এই সংশোধনী রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনার উপর ভোট গ্রহণ বা পদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগের সময় কমিশনের জন্য এবং পরিকল্পনাটি অনুমোদনের সময় আইনপ্রনেতাদের জন্য একটি বিশেষ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করবে। এই প্রয়োজনীয়তার তারতম্য নির্ভর করে আইন পরিষদ নিয়ন্ত্রনে একটি না দুটি বড় রাজনৈতিক দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উদাহরণ স্বরূপ

যদি সিনেট এবং এসেম্বলি একই দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত -

- কমিশন সহ-নির্বাহী পরিচালক অনুমোদনের কমপক্ষে প্রতি চারজন আইনপ্রেনেতা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সদস্যসহ এর দশ সদস্যের অধিকাংশ ভোটের প্রয়োজন হবে। কমিশন যদি সহ-নির্বাহী পরিচালক বিষয়ে একমত না হয় তবে সিনেট ও এসেম্বলির সংখ্যাগরিষ্ট নেতা দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্তরা মিলে একজন সহ-নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ দিবেন এবং সিনেট ও এসেম্বলির সংখ্যালঘু নেতা দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্তরা মিলে অন্য সহ-নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ দিবেন।

- কমিশনের রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য কমপক্ষে প্রতি চারজন আইনপ্রেনেতা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সদস্যসহ দশজনের মধ্যে অন্তত সাতজন সদস্যের ভোট লাগবে।
- কোন রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনা আইনসভার অনুমোদনের জন্য প্রতিটি সভার দুই-তৃতীয়াংশ ভোট লাগবে।

যদি সিনেট এবং এসেম্বলী বিভিন্ন দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত থাকে-

- কমিশন সহ-নির্বাহী পরিচালক অনুমোদনের কমপক্ষে আইনসভার নেতা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সদস্যসহ এর দশ সদস্যের অধিকাংশ ভোটের প্রয়োজন হবে। কমিশন যদি সহ-নির্বাহী পরিচালক বিষয়ে একমত না হয় তবে সিনেট ও এসেম্বলির সংখ্যাগরিষ্ট নেতা দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্তরা মিলে একজন সহ-নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ দিবেন এবং সিনেট ও এসেম্বলির সংখ্যালঘু নেতা দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্তরা মিলে অন্য সহ-নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ দিবেন। উপরন্ত সিনেট ও এসেম্বলীর সংখ্যালঘু নেতারা একজন সহ-নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ দিবেন।
- কমিশনের রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য কমপক্ষে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ট নেতা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সদস্যসহ দশজনের মধ্যে অন্তত সাতজন সদস্যের ভোট লাগবে।
- কমিশন অনুমোদিত কোন রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনা আইনসভার অনুমোদনের জন্য প্রতিটি সভার অধিকাংশ সদস্যদের ভোট লাগবে।
- কমিশন অনুমোদন ছাড়া একটি পরিকল্পনা আইনসভার অনুমোদনের জন্য প্রতিটি সভার ৬০% সদস্যদের ভোট লাগবে।

যদি কমিশন সাংবিধানিক সময়সীমার মধ্যে একটি পরিকল্পনা বিষয়ের ঐক্যমত হতে না পারে তবে যে পরিকল্পনা অধিকাংশ ভোট পেয়েছে তা আইন সভায় প্রেরণ করতে হবে।

যদি কমিশনের দাখিলকৃত দুইটি পরিকল্পনা আইনসভা কর্তৃক প্রত্যাখিত হয় (বা আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত কিন্তু গভর্নর ভেটো দিয়েছেন এবং আইনসভা সেই ভেটো বাতিল করতে পারেনি) তবে আইনসভা তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা খসড়া করবেন, যদি দুই সভাকক্ষ অনুমোদন করে তবে তা গভর্নরের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে।

হ্যাঁ ভোট প্রদানের কারণ

- প্রস্তাবিত কমিশন বর্তমানের নমুনা থেকে আরও বেশি স্বাধীন কারণ স্টেট এবং ফেডারেল আইনপ্রনেতা, তাঁদের স্টাফ এবং নিবন্ধিত লবিষ্টরা সদস্য হিসাবে কাজ করতে পারবেন না।
- সংশোধনীটি জালিয়াতি রহিত করবে কারণ কমিশন ও আইনসভাকে একই নীতিমালা অনুসরণ করতে হয় যা সংখ্যালঘু ভোটারদের সাম্প্রদায়িক ও ভাষাগত অধিকার বা ক্ষমতাসীনদের পক্ষে বা বিপক্ষে সীমা রেখা টানা, আগে থেকে বিদ্যমান ডিসট্রিক্টগুলোর মৌলিকতা বিবেচনা, রাজনৈতিক উপবিভাজন এবং কমিউনিটির স্বার্থ দেখে ডিসট্রিক্টের সীমানা নির্ধারণ করা নিষিদ্ধ করবে এবং প্রতিটি ডিসট্রিক্টে অবশ্যই সংলগ্ন এলাকা থাকতে হবে এবং যথাসম্ভব নিবিড় থাকবে। আদালত যে কোন পরিকল্পনা মুল্যায়ন বা প্রয়োজনে তা বাতিল করার জন্য এ নীতিমালা ব্যাবহার করবে।
- এই সংশোধনী সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু দলের নেতাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ এবং যে কোন রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনার জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করা নিশ্চিত করবে।
- এই প্রস্তাবিত কমিশন অংশীদারিত্ব সীমিত করবে কারণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু দলের মধ্যে সমান সদস্যপদ থাকবে এবং দুইজন সদস্য নেয়া হবে যারা এই দুই দলের সাথে জড়িত নন।
- বর্তমান প্রক্রিয়াটি কাজ করছে না এবং সামান্য উন্নয়ন কোন উন্নয়ন না করা থেকে অনেক ভাল। পঞ্চাশ বছর আইনসভা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেনি। আমরা যদি এই মীমাংসা অনুমোদন না করি তবে আরেকটি সুযোগের জন্য আমাদের অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

না ভোট দেয়ার কারণ

- এই কমিশন স্বাধীন নয় কারণ ১০ জনের মধ্যে আটজন সদস্যই আইনপ্রনেতাদের বাছাই করা এবং এটি তাঁদের ভোট দেয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবে। রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনা বিষয়ে, গভর্নরের সাথে আইনসভা তাঁদের চূড়ান্ত মতামত দিতে পারবে। এমনকি আইনসভা তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারবে যদি তাঁরা কমিশনের পরিকল্পনা দুইবার বাতিল করে দেয়। ।

- এই সংশোধনী জালিয়াতিপূর্ণ পক্ষপাতিত্ব দূর করবে না। আগে থেকে বিদ্যমান ডিস্ট্রিক্টগুলোর মৌলিকতা বিবেচনা, কমিউনিটির স্বার্থ দেখে কমিশন এবং আইনসভাকে ডিস্ট্রিক্টের সীমানা নির্ধারণ বিবচনা করতে হবে। মনে হচ্ছে সংশোধনীটি ক্ষমতাসীনদের ডিস্ট্রিক্ট রক্ষার স্বার্থে হবে। এটি কদাচিৎ একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।
- এই সংশোধনী উচ্চপদস্থ স্টাফ নিয়োগ প্রক্রিয়া ও রিডিসট্রিক্টিং পরিকল্পনা অনুমোদনের প্রক্রিয়া জটিল ও বিভক্ত ভোট দানের পদ্ধতি সৃষ্টি করবে যা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতের বিপক্ষে সংখ্যালঘুদের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা দিবে। এই সংশোধনী অনুমোদনের জন্য রাজনৈতিকভাবে নির্দিষ্ট নিয়োগপ্রাপ্তদের ভোট লাগবে। যদি ভোট প্রদান ব্যবস্থা সত্যিকারে নিরপেক্ষ হয় তবে এর সংশ্লিষ্ট নয় এমন সদস্যদের ভোট লাগবে, যেমন ভোটের সমতা দূর করার জন্য।
- কমিশন কার্যকর হবে না কারণ এইটির যদি সমান সংখ্যক সদস্য থাকে তবে দুই প্রধান দল থেকে সমান প্রতিনিধি থাকবে। এটি অচলাবস্থা সৃষ্টি করবে। কমিশনের একটি অচলাবস্থা আইনসভার নিজস্ব পরিকল্পনা প্রস্তত করতে সাহায্য করবে।
- বর্তমান ব্যবস্থাই খারাপ, কিন্তু এই প্রস্তাবনায় অবস্থা আরও খারাপ করবে। এমনকি এইটিতে ক্রুটি আছে বলে প্রবক্তারা স্বীকার করেন। কার্যত এইটি বিপদজনক এবং জালিয়াতি সংস্করণ। এইটি যদি অনুমোদিত হয় তবে তা সত্যিকার স্বাধীন রিডিসট্রিক্টিং প্রক্রিয়া সৃষ্টির পরিবর্তে আমাদের স্টেট সংবিধানের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রিত রিডিসট্রিক্টিং পদ্ধতি চালু করতে ফলক বানাবে। পরিবর্তন বা উন্নয়ন খুবই জটিল হবে। পরবর্তী ২০২২ সালের রিডিসট্রিক্টিং-এর পূর্বে আইনপ্রনেতাদের একটি উত্তম পরিকল্পনা নিয়ে আসতে হবে।

প্রো: প্রস্তাবনা ১ সমর্থনের যুক্তি

সিটিজেন ইউনিয়ন (নাগরিক সংঘ)

কন: প্রস্তাবনা ১-র বিপক্ষের যুক্তি

কমন কজ নিউ ইয়র্ক
নিউ ইয়র্ক পাবলিক ইন্টারেস্ট রিসার্চ গ্রুপ
সীন কফে, সদস্য, নো টু ফেইক রিডিসট্রিক্টিং রিফর্ম
উইমেন'স সিটি ক্লাব

প্রস্তাবনা ২। ষ্টেটের আইনী বিল ইলেকট্রনিকভাবে বিতরণ

ষ্টেট সংবিধানের ধারা ৩-র অনুচ্ছেদ ১৪ এই প্রস্তাবিত সংশোধনী ষ্টেটের আইনী বিল ইলেকট্রনিকভাবে বিতরণ করবে যা একটি বিলের ভোট গ্রহণের তিন দিন পূর্বে আইনপ্রনেতাদের কাছে মুদ্রিত বিলের কপিটি পাঠানো সাংবিধানিক শর্ত পূরণ করবে। ইলেকট্রনিকভাবে বিতরণের জন্য নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে**:** প্রথমত, আইনপ্রনেতাদের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে বিলিকৃত বিল দেখার সুযোগ থাকতে হবে; দ্বিতীয়ত, আইনপ্রনেতারা যদি চান তবে তা প্রিন্ট করতে পারেন; এবং তৃতীয়ত, ইলেকট্রনিকভাবে কোন পরিবর্তন করা যাবে না যদি পরিবর্তনের নথি না থাকে।

সংশোধনীটি কি অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা যায়?

সংশোধনীটি প্রস্তাবিত বিল আইনপ্রনেতাদের নিকট পেশ করার পদ্ধতির পরিবর্তন করবে। নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের সংবিধান অনুযায়ী বর্তমানে আইনসভার ভোট গ্রহণের অন্তত তিন দিন পূর্বে যদি গভর্নর প্রস্তাবিত বিলের অবিলম্বে ভোটের প্রয়োজন নেই ঠিক করেন তবে বিলের চূড়ান্ত মুদ্রিত কপি আইনপ্রনেতাদের ডেস্কে থাকতে হবে। এই সংশোধনী বিল সমূহ ইলেকট্রনিক ফরম্যাটে আইনপ্রনেতাদের কাছে উপস্থাপন করতে দিবে।

হ্যাঁ ভোট দেয়ার কারণ

- প্রস্তাবিত সংশোধনী উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুদ্রণ, কাগজ এবং রিসাইকেলিং খরচ বাঁচাবে।
- অর্ধেকের বেশী ষ্টেটের আইনপ্রনেতারা কাগজ ছাড়া বা কাগজ ব্যবহার হ্রাস করার উদ্যোগ নিয়েছেন, নিউ ইয়র্ককে পশ্চাৎপদ রাখা উচিৎ হবে না

না ভোট দেয়ার কারণ

- প্রস্তাবিত সংশোধনী ব্যবসায়ে ক্ষতি করবে, যা নিউ ইয়র্কের আপষ্টেটের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- প্রস্তাবিত প্রস্তাবটি সংশোধন হলে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিদ্যুৎ বিভ্রাট, বা হেকিং-র সম্ভাবনার কারনে বিলম্বিত হবার ঝুঁকি থাকে।

প্রো: প্রস্তাবনা ২ সমর্থনের যুক্তি

সীমাস কেম্বেল

কন: প্রস্তাবনা ২-র বিপক্ষের যুক্তি

পাওয়া যায়নি

প্রস্তবানা ৩। দি স্মার্ট স্কুলস বন্ড অ্যাক্ট অফ ২০১৪

দি স্মার্ট স্কুলস বন্ড অ্যাক্ট অফ ২০১৪। অধ্যায় ৫৬-র পার্ট বি-র এক অংশের চতুর্থ হিসাবে ২০১৪-র আইন, ষ্টেটকে সকল শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ দেয়ার জন্য শ্রেণীকক্ষে প্রযুক্তি এবং উচ্চ-গতিসম্পন্ন ইন্টারনেটের সংযোগ; উন্নত মানের প্রি-কিন্ডারগার্ডেন প্রকল্পের জন্য শ্রেণীকক্ষের স্থান সম্প্রসারণ; ট্রেইলারের অস্থায়ীর শ্রেণীকক্ষের পরিবর্তে স্থায়ী জায়গা করা এবং স্কুলগুলোতে উচ্চ প্রযুক্তির নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধানের জন্য দুই বিলিয়ন ডলার ($২,০০০,০০০,০০০)-র বন্ড বিক্রয় অনুমোদন করবে। **দি স্মার্ট স্কুলস বন্ড অ্যাক্ট অফ ২০১৪ কি অনুমোদন করবেন?**

যদি এই ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়, তবে ষ্টেট সরকারী ও বেসরকারি স্কুলগুলোর প্রযুক্তি শিক্ষার সরঞ্জামের জন্য মূলধন প্রকল্পে অর্থায়ন করার লক্ষ্যে $২ বিলিয়ন ঋণ করতে পারবে। স্কুল ও কমিউনিটি সমূহের জন্য ইন্টারেক্টিভ হোয়াইট বোর্ড, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, ট্যাবলেট, এবং সার্ভার; উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড বা ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সুবিধা; প্রি-কিন্ডারগার্ডেন প্রোগ্রাম শিক্ষার সুবিধা সৃষ্টি এবং আধুনিকায়ন করা; ট্রেইলারের শ্রেণীকক্ষ পরিবর্তন; এবং স্কুল ভবন ও ক্যাম্পাসে উচ্চ-প্রযুক্তির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। যদি এই সংশোধনী অনুমোদিত হয় তবে ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কের উপাচার্য সহ রিভিউ বোর্ড অনুদানের জন্য একটি নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং স্কুলগুলো বোর্ডের অনুমোদনের জন্য বিনিয়োগ পরিকল্পনা দাখিল করবে।

হ্যাঁ ভোট দেয়ার কারণ

- প্রস্তাবিত বন্ড ইস্যু আমাদের শিশুদের প্রযুক্তিগত শিক্ষার উন্নতি করবে যা তাদেরকে এই অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান করে দিবে।
- প্রস্তাবিত বন্ড ইস্যু প্রি-কিন্ডারগার্ডেন সুবিধার উন্নতি ও দীর্ঘদিনের প্রয়োজনীয় ট্রেইলার পরিবর্তন হবে যা শ্রেণীকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- স্কুলগুলোয় উন্নত নিরাপত্তার সিস্টেম, স্কুল ও কমিউনিটির জন্য ওয়্যারলেস সংযোগসহ উচ্চ-প্রযুক্তির অবকাঠামো উন্নয়ন।

না ভোট দেয়ার কারণ

- ইতিমধ্যে ষ্টেট অনেক দেনার মধ্যে আছে। এই $২ বিলিয়নের বন্ড বিক্রয় ষ্টেটকে আরও ঋণগ্রস্ত করবে।
- ষ্টেট যদি নতুন বন্ড ইস্যু করে তবে তা হওয়া উচিৎ রাস্তা, সেতু, নিরাপদ খাবার পানি এবং/বা পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়নসহ অবকাঠামো সংস্কার বা আবার পরিবর্তনের জন্য।
- বন্ড কেবলমাত্র দীর্ঘ-মেয়াদী প্রকল্পের জন্য ব্যয় করতে হবে যাতে ঋণের মেয়াদকালে এর মূল্য বজায় থাকে, কম্পিউটার উপকরণের জন্য নয় যা বন্ড পরিশোধের আগেই অচল হয়ে যায়।
- যদি উপকরণই কেনা হয়, তবে স্কুল ডিসট্রিক্টগুলোর এসব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইতিমধ্যে সংকোচিত বাজেট থেকে একজন দক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে।

প্রো: প্রস্তাবনা ৩ সমর্থনের যুক্তি

পাওয়া যায়নি

কন : প্রস্তাবনা ৩-র বিপক্ষের যুক্তি

পাওয়া যায়নি